প্যা ৷ রি ৷ স

দুর্নীতির উর্বর ভূমি

আজ বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে আমরা দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক করছি। বিশ্বে শীর্ষ দুর্নীতিপরায়ণ জাতি হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছি। লাখো শহীদের রক্তে ভেজা বাংলার মাটি আজ দুর্নীতির চারণভূমি। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৩ বছর পরও আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। কখনো আমরা তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে, কখনো বা দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে সম্মান হারাচ্ছি।

রাষ্ট্র যন্ত্রটি পরিচালনা বা করার জন্য আমাদের কর্তাব্যক্তিরা প্রতিবছর ভিক্ষুকের হাত বাড়ায় বহির্বিশ্বে। ভিক্ষা করা টাকাগুলো দেশে আসার পরপরই কর্তাবাবু ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা জাতিকে বুভূক্ষু রেখেই মহোৎসবে লুটপাট করে খায়। আর জাতিকে মাসুল দিতে হয় বছরের পর বছর।

আমাদের মন্ত্রী, এমপি, মেয়র ও কমিশনাররা ক্ষমতার স্বাদ হাতে পেলেই রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের স্বপ্ন দেখে।

১৫-২০ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে যারা লাখ লাখ টাকার বাড়ি-গাড়ির মালিক হয় বা সন্তানকে ইউরোপ-আমেরিকায় পড়ায় তাদেরকে কি কখনো থানায় বা আদালতে ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তারা কোথা থেকে এ সম্পদ পেল? পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবারকে তাদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হয়। আর আমাদের দেশে টাকা কোথা থেকে এলো, কোথায় গেলো, টাকা সাদা কিংবা কালো কি না তার কোনো জবাবদিহিতা নেই। দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে যতদিন ক্ষমতা থাকবে, ততদিন দুর্নীতির জন্য জবাবদিহিতা বাধ্য করা সম্ভব নয়।

শেখ মুজিব ও জিয়া পরিবারের উত্তরসূরিরা আজ কীভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক হলো? মৃত্যুকালে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান তাদের উত্তরসূরিদের জন্য কতটুকু সম্পদ গচ্ছিত রেখে গেছেন? এ দু'পরিবারের উত্তরসূরিরা কী ফিলিপাইনের সাবেক রাষ্ট্রপতি মার্কোসের মতো দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করতে চায়? দল ও দলের প্রধানের ভেতর স্বচ্ছতা না থাকলে মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের কাছ থেকে স্বচ্ছতা আশা করা যায় না।

দুর্নীতির মতো একটি জাতীয় সমস্যা নিয়ে কেউ আমরা 'টুঁ' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করছি না। অথচ ক্ষমতা আরোহণের জন্য রাত-দিন কোমর বেঁধে কতো মিছিল-মিটিং, আন্দোলন করছি।

আমাদের অর্থনৈতিক ভাণ্ডারকে মজবুত করতে হলে সর্বাগ্রে সর্বত্র দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা। আমরা চাই, দলমতনির্বিশেষ সব রাজনীতিবিদ, আমলার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন এবং অচিরেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করবেন।

Abdullah Al Mamun
125 Rue Du F.B.G Du Temple
75010 Paris, France.

টো ৷ কি ৷ ও

জাপানে সরস্বতী পূজা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিদ্যার দেবী হিসেবে পূজিত সরস্বতীকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দেশব্যাপী সরস্বতী পূজা উদযাপিত হয়। এজন্য সরস্বতী পূজার দিনকে অনেকে শ্রীপঞ্চমীও বলে থাকেন। দিনটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বাণী অর্চনার আরাধ্য। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয় এই পূজা।

তবে গ্রহ-নক্ষত্রের হেরফের হওয়ার কারণে মাঘ মাসের পরিবর্তে কোনো কোনো বছর ফাল্গুন মাসেও পঞ্চমী তিথিতে পূজা উদযাপিত হয়ে থাকে। এ বছর সে রকমই একটি দিন। অর্থাৎ পহেলা ফাল্গুন সরস্বতী পূজার দিন।

কল্যাণময়ী বিদ্যাদেবী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সার্বজনীন পূজা কমিটি জাপান প্রতি বছরের মতো এবারও Tokyo-র Down Town Asakusa-তে বাণী অর্চনা ও অন্যান্য কর্মসূচির আয়োজন করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় পূজা শুরু হলেও আগের দিন রাতেই Sumida Riverside Hall মঞ্চে প্রতিমা স্থাপন করা হয়। অঞ্জলী, প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ, পূজাবিষয়ক আলোচনা, আরতী, ছোটদের অনুষ্ঠান, ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং সব শেষে বেহালার সুর দিয়ে সাজানো হয় পুরো অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের টোকিওস্থ রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলামকে।

সার্বজনীন পূজা কমিটি জাপানের সভাপতি শ্রী সুখেন ২০০০কে বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব পূজারই উদ্দেশ্য পরম করুণাময়ের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা, শক্তি ও জ্ঞানের আরাধনা এবং বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ব ও মানব জাতির মঙ্গল কামনা করা। তিনি বলেন, এলাকা বিশেষে সাজসরঞ্জামে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও পূজার মূল উদ্দেশ্য একই। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, বাংলাদেশ যে একটি সাম্প্রদায়িক m¤cÖxZ দেশ আজকের পূজায় সব ধর্মের স্বঃতস্ফূর্ত উপস্থিতি তারই প্রমাণ।

রাহমান মনি, rahmananju@yahoo.co.jp

মা । ল । দ্বী । প

অন্যরকম সাগরদ্বীপ

গাঢ় নীল সমুদ্র ক্রমশ ফিরোজা রঙ ধারণ করছে। প্রথমে আরব সাগর তারপর ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ। আনুমানিক দু'হাজার নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিতে হবে।

সূর্য তো অনেকবার উঠেছিল এমন নীল সাগরের বুকে। ঠিক এমনি করে বহুবার হয়তো সমুদ্র মনোমুগ্ধকর রঙ ধারণ করেছিল। আজ বুঝি সাগর একটু বেশি করেই সেজেছে।

সাহসী 'অ্যালব্যাট্রার্স' এবার নামতে শুরু করেছে। আমার বুভুক্ষু চোখে প্রথম নজরে এলো বিন্দু বিন্দু তিনটি দ্বীপ। অল্পক্ষণে সাগরের বুকে মুক্তার মালার মতো বেশকিছু দ্বীপ ও তার মধ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু বাড়িঘর। জানলাম একটি মাত্র দ্বীপ যার পুরোটাই হচ্ছে 'মালে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট' এবং সঙ্গে একটি পাঁচতারা হোটেল। কেবিন ক্রুদের ছোটাছুটি। ল্যান্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। গন্তব্যের শেষ অ্যানাউন্সমেন্ট ভেসে এলো। কক্‌পিট থেকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিলেন আবহওয়া ভালো। তবে নামবার সময় সাগরের যথারীতি দমকা হাওয়া থাকবে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

মনে হলো হঠাৎ করেই পাশাপাশি দুটো দ্বীপ ভেসে উঠলো। এয়ারক্রাফ্‌ট নর্থ ডাইরেকশনে অ্যাপ্রোচ করছিল। একটিতে সিংহভাগজুড়ে ল্যান্ড স্ট্রিপ, টার্মিনাল বিল্ডিং এবং কিছু দূরেই হোটেলটি। ইঞ্জিন বোটগুলো ঘাটে বাঁধা। অনেকেই উঠে বসছে নিকটতম প্রধান দ্বীপ শহরের দিকে যাত্রার জন্যে। ও দ্বীপটিতে ঠাসাঠাসি সব উঁচু উঁচু বাড়ি যেন এক টুকরো শহর পানিতে সাজিয়ে রাখা। অশান্তের মনে কাল্পনিক সব অনুভূতি। হাজারদ্বীপের এ দেশটির শত শত মাইলের মধ্যে অন্যকোনো ভূমি বা বসতির কোনো অস্তিত্ব নেই। সাগরের অথৈ জল কারা এসেছিল এখানে তাদের চিরদিনের আবাস গড়তে!

এয়ারক্রাফ্‌টের চাকা স্পর্শ করলো মাটিতে। রানওয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে বৈমানিক পুরো জাহাজটি ঘুরিয়ে বে-তে এসে থামালেন। এ দ্বীপটির নাম 'হ্যলুলে'। অন্য সবার সঙ্গে ব্যাগ হাতে ইমিগ্রেশন কাস্টমস্ এসব শেষ করে অশান্ত। সংক্ষিপ্ত ফরমালিটিজ। অন-অ্যারাইভাল ভিসা। বাইরে দাঁড়ানো গাড়ি। পাঁচ মিনিটেই হোটেল রিসেপশনে। অরিয়েন্টাল ফ্লেভার। ফুল আর নকশি কাঠের মনোরম ডিজাইন। ঠান্ডায় জমে থাকা শরীর সবেমাত্র সাগরের নোনা হাওয়ার স্বাদ নিচ্ছিল। কাচঘেরা স্নানঘর। বিছানা ও পর্দায় ফুলে সমারোহ। সমুদ্র ঘেঁষে লাগানো কক্ষ অশান্তের। 'সুনামির' বীভৎসতার কোনো চিহ্ন নেই। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির ওপর দাঁড় করানো ইকোনমি পুনরুদ্ধারে এরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। যেকোনো দোকানে জনপ্রিয় সব কারেন্সি এখানে চলে। স্যাটেলাইট চ্যানেল সহজলভ্য। কি মনে করে অশান্ত তার সেল্‌ফোনটি অন্ করে। দু'মিনিটের মধ্যেই নেটওয়ার্ক ধরে ফেললো ওটা।

দিন ঢলতে শুরু করছে। অশান্ত রুম ছেড়ে সাগর পাড়ে সূর্য ডোবা দেখছে। কিছু পর্যটক ইঞ্জিনবোটে করে মেইনল্যান্ড থেকে পানি ঠেলে এদিক আসছে।

সমুদ্র, বালি, নোনা হাওয়া আর হেলে পড়া বাদামি সূর্য। অশান্তের মনে হলো এসব নিয়েই তার সঙ্গে বুঝি নিসর্গের আদিম সম্পর্ক রয়েছে- ও পৃথক কোনো সত্তা নয়।

রেমান মুহামেদ
হ্যলুলে, আইল্যান্ড হোটেল, মালদ্বীপ
kshundor7@yahoo.com

টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১২

শিশু কিশোরদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১৭ এপ্রিল ২০০৫, রবিবার, ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

স্থান: ইকেবুকুরো নিশিগুটি পার্ক, টোকিও।
ছোটদের অনুষ্ঠান (চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক পর্ব)
সময় ১২.০০ থেকে ১৪.০০ পর্যন্ত।
আয়োজক : বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান)
বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি, জাপান

চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গান, নাচ, কৌতুক, অভিনয়সহ যে কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণে আগ্রহী শিশুদের আগাম নাম লিপিবদ্ধ করা জরুরি।
অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করছি।

যোগাযোগ- ০৩-৩৯০৯-২২০৭, ০৯০-৯৩৩২-২০৩৩, ০৯০৬১৮৬৫১৬২
রাহমান মনি, কো-অর্ডিনেটর, ছোটদের বিভাগ
email : rahmananju@yahoo.co.jp
rahmananju@gmail.com

উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সময় ১১.৩০ থেকে ১২.৪৫ পর্যন্ত
আয়োজক : বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম, জাপান
ABEC (Association of Bangladesh Ex-Cadets)
অংশগ্রহণে আগ্রহীদের অগ্রীম যোগাযোগের অনুরোধ করছি।
যোগাযোগ : ০৩-৫২৪৮-৩৯৮৮, ০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২
কাজী ইনসান, কো-অর্ডিনেটর (উন্মুক্ত পর্ব)

দ: । কো । রি । য়া

কোরিয়াতে ধরপাকড়

কোরিয়াতে আমরা কাজ করে, থেকে-খেয়ে যে শান্তি পেয়েছি তা বর্তমান পরিস্থিতিতে কল্পনা করলে অকল্পনীয় বলেই মনে হয়। দেখছেন না কিভাবে ইমিগ্রেশন মরিয়া হয়ে রেইড দিয়ে ফরেনার ধরছে আর দেশে পাঠাচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০কে এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন মতিউর রহমান। মতি গাজীপুর সদরের ছেলে। কোরিয়ায় সুদীর্ঘ ৯ বছর ধরে আছেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোরিয়ায় থাকতে সে নারাজ। বললেন, 'মান সম্মান নিয়ে এখন শুধু দেশে ফিরতে চাই- টাকা উপার্জন তো অনেক হলো আর কতো? শুনেছি ইমিগ্রেশন অবৈধ কাউকেই রাখবে না। এমনি কথা- এমনি আশঙ্কা শুধু আজ মতির একার নয়- কোরিয়ায় অবস্থানরত আরো প্রায় ২৩টি দেশের লক্ষাধিক অবৈধ অভিবাসীর এ রকমই ভাবনা আর উৎকণ্ঠায় কাটছে নিদারুণ সময়।

কেন এই ধরপাকড়

কোরিয়ার সাম্প্রতিক সময়েরই এই সুদীর্ঘ ধরপাকড়ের মূলে দেশটির বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা যদিও অন্যতম কারণ বলে অনেকেই মনে করছেন কিন্তু এ কথাও ঠিক যে প্রয়োজনের তুলনায় দিনকে দিন অবৈধ ফরেনারের সংখ্যা মাত্রারিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে সামাজিক অনাচারের আশঙ্কা করছিলেন কর্তৃপক্ষ। কোরিয়ান সরকারের আগে অবশ্য বেশ ক'বার বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসীদের নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত বৈধভাবে থাকার এবং কাজ করার সুযোগ দিয়ে বলেছিল- এই মেয়াদের পর প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশে নিজ ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কোরিয়ার মোটা অঙ্কের বেতন নানাবিধ সুযোগ সুবিধার মায়া ছেড়ে খুব কম জনই ফিরে যান দেশে। বিশেষ করে এ দিকটাতে এক নাম্বার অবস্থানে আছে আমাদের বাংলাদেশীদের নাম। কেউ ৮ বছর, ১০ বছর কেউবা ১৪ বছর যাবৎ আছেন। তাছাড়া নতুনরা তো ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা দালালকে দিয়ে আসছেনই। বিভিন্নভাবে- বিভিন্ন পন্থায় লোকজন ইমিগ্রেশনের এতো কড়াকাড়ির ভেতরেও কোরিয়ায় আসছেন সেই সঙ্গে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যায় নিত্য যোগ হয়ে সমস্যা সংকুল এক পরিবেশের সৃষ্টি করছেন বলে মন্তব্য করেছেন ইমিগ্রেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একজন। ইমিগ্রেশন তাই বাধ্য হয়ে মাসের পর মাস অবিরামভাবে তাদের ধরপাকড় অব্যাহত রেখেছেন। ইতিমধ্যেই অবৈধ অভিবাসীদের একটি বড় অংশ তারা ক্যাপচার করে তাদেরকে কোরিয়া ত্যাগে বাধ্য করেছেন। তাছাড়া আরো কতোদিন এমন ধরপাকড় চলবে তা কেউ যদিও নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না- তবে এটা অনুমান করতে পারছেন যে ইমিগ্রেশন কতোটা আজ মরিয়া। তারা যে টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছে তা তারা যে পূরণ করবেই প্রায় প্রতিটি কোম্পানি আর ফ্যাক্টরিতে একাধিকবার তাদের ভয়ঙ্কর অভিযান দেখেই বোঝা যায়।

সুদিন কি আসবে

ইমিগ্রেশনের বিরামহীন এই চিরুনী অভিযানে যারা ধরা পড়ছেন না তারা যদিও ভীষণ রকম আতঙ্কিত তবুও অনেকেই আবার আশাবাদী হচ্ছেন এই ভেবে যে সরকারের নিকট ভবিষ্যতে অবৈধদের বৈধ করে ওয়ার্ক পারমিট দেয়ার রেওয়াজ হয়তো আবার চালু করবো। যেমনটি গত বছরের শুরুতে অনেকেই গুঞ্জন শুনে ধারণা করেছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত তার কিছুই হয়নি- যা হয়েছে বা হচ্ছে- তা হচ্ছে ব্যাপক ধরপাকড়। এ ব্যাপারে বেশ ক'জন বেশ ক'জন কোম্পানির মালিক ও শেল্টারের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে যে- ইমিগ্রেশন তাদের নির্ধারিত একটি টার্গেট মতো লোক ধরবে যা এ বছরের জুন-জুলাইতে গিয়ে ঠেকতে পারে। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক লোকের যাদের এখনো ভিসা ভেলিড রয়েছে পর্যায়ক্রমে তাও শেষ হবে ওই জুলাই নাগাদ। এরপর একমাত্র ট্রেনিং ছাড়া আর কারোরই ভিসা থাকবে না- আর তখনি তার পরেই সরকার যেকোনো একটি সিদ্ধান্তে আসবে। তবে সিদ্ধান্ত পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি- কারণ এ ব্যাপারে এ দেশের মালিক সংগঠন ও শেল্টার কর্তৃপক্ষ সরকারের ওপর নানাভাবে চাপ অব্যাহত রেখেছেন। সে সঙ্গে কোরিয়ায় যে প্রায় ২৩টি দেশের অবৈধ অভিবাসী রয়েছে- সে সব দেশের মধ্যে বেশ কিছু দেশের সরকার এবং তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই কোরিয়ান সরকারের সঙ্গে দেন দরবার শুরু করেছেন- তাদের প্রত্যেকের দেশের নাগরিকদের বৈধতা দেয়ার জন্য। আমাদের বাংলাদেশীরা অবৈধ অভিবাসীদের অবস্থানগত দিক থেকে যদিও দ্বিতীয় তথাপিও এ ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, যা কিনা শুধু অনাকাঙ্ক্ষিতই নয়, অমানবিক এবং দুঃখজনক। সরকার প্রবাসীদের জন্য গঠন করেছে 'প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়'। প্রবাসীদের দুরবস্থায় যার পাশে থাকার কথা- মোদ্দাকথা প্রবাসীদের কল্যাণই যদি ব্রত হয় এই মন্ত্রণালয়ের তাহলে উচিত অতি দ্রুত কোরিয়ার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বৈধতাদানের বিষয়টিকে নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে নেয়া।

জাহিদ ইকবাল
জিনসন, দক্ষিণ কোরিয়া

ই । টা । লি

ক্রিকেট খেলা

প্রবাস জীবনে সামান্য আনন্দ উপভোগ করার জন্য আমরা প্রতি বছরের মতো এ বছরও ছোট্ট একটি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিলাম। এখানে অংশগ্রহণ করেছিল পাঁচটি দল। Vicenza থেকে গ্রুপ অব দি বানানা। Arzignano থেকে লাল দল। মিস্ কল, সবুজ দল এবং অবশেষে আমাদের দল ইয়ংস্টার। আমরা সবাই এই খেলাতে অংশগ্রহণ করে বেশ আনন্দ উপভোগ করেছি। আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিলো অনিকেত, ইউরো বাংলা এবং অন্যান্যরা। ফাইনালে উঠেছিল ইয়ংস্টার ও মিস্ কল। ইয়ংস্টার দলটি আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে করেছিলাম। দুই রানের ব্যবধানে এই ইয়ংস্টার দল জয়ী হয়। আমরা নবাগত ইয়ংস্টার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা অন্যান্য দেশের প্রবাসীরা যদি আমাদের মতো করে ক্রিকেট ম্যাচ তৈরি করে আমাদের মতো আনন্দ উপভোগ করেন তাহলে আমরা ধন্য হব।

Emran Sarker, Via-U. Nobile 2-E, 36071-Arzignano, Vicenza-Italy

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫